

বিশুদ্ধ পরিবারের সদস্যদের যে বিষয়ে সতর্ক হওয়া জরুরীঃ

১. যে কাজে অন্তর বিনষ্ট হয় সে কাজ হতে বিরত থাকতে হবেঃ

রসূল (সাঃ) বলেন- “নিশ্চয়ই প্রত্যেক দেহে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে যখন সেটি ঠিক হয়ে যায়, তখন দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক হয়ে যায়। আর যদি তা নষ্ট হয় তাহলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। আর সেটি হল কুলব বা মানবাত্মা।”

মানবাত্মা তিন প্রকারঃ

- (১) জীবন্ত আত্মা: যে আত্মা প্রবৃত্তির সকল ব্যাধি এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয় থেকে নিরাপদ।
- (২) মৃত আত্মা : যে আত্মা প্রবৃত্তি ও সন্দেহ সংশয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত।
- (৩) অসুস্থ আত্মা : যে আত্মায় জীবন আছে বটে, তবে তাতে প্রাণচাঞ্চল্য নেই। আল্লাহ সৃষ্ট মৌল প্রকৃতির স্বচ্ছতা ধরে রাখতে পারেনি।

কতিপয় অন্তর বিনষ্টকারী বিষয়ঃ

- ১। মানুষের সাথে সীমতিরিক্ত মেলামেশা করা।
- ২। অনর্থক কথা বলা।
- ৩। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করা।
- ৪। খারাপ বস্তুর দিকে অধিক দৃষ্টিপাত করা।
- ৫। অতিরিক্ত নিদ্রা যাওয়া।
- ৬। অধিক আশা করা।
- ৭। গাইরুল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

ইসলাম বিনষ্টকারী কতিপয় বিষয়ঃ

ইসলামী বিধি-বিধান, রীতি-নীতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে সঠিক আকীদা শিক্ষা লাভ করা আমাদের উপর ফরয। এর বিপরীত পথ অবলম্বন করা ভ্রষ্টতা। ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের কারণে মানুষ শিরক ও কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বরং এর মাধ্যমে মানুষ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। যা একজন মুসলমানের জন্য চরম দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয়। নিচে ইসলাম বিনষ্টকারী কতিপয় বিষয় তুলে ধরা হলঃ

- ১। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা।
- ২। আল্লাহ ও বান্দার সাথে মধ্যস্থতা স্থাপন করা।
- ৩। অমুসলিমদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করা।
- ৪। রসূল (সাঃ)-এর আদর্শের চেয়ে অন্য আদর্শকে উত্তম বা সম পর্যায়ে মনে করা।
- ৫। রসূলের পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিধানকে অপছন্দ করা।
- ৬। ইসলামের কোন একটি বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা।
- ৭। জাদু ও গণকের আশ্রয় নেয়া।
- ৮। নিজেকে শরীয়তি বিধান পালনের উর্ধ্বে মনে করা।
- ৯। ইসলামী জীবন-পদ্ধতি থেকে বিমুখ হওয়া।

বিশুদ্ধ পরিবারের সদস্যদের ইসলামী চরিত্র হওয়া আবশ্যিকঃ

- ১। সর্বদাই সত্য বলা।
- ২। আমানতদার হওয়া।
- ৩। পবিত্রতা, নির্দোষ, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও সংযমতার গুণ অর্জন করা।
- ৪। লজ্জা করা ও লজ্জাবোধ থাকা ইসলামী চরিত্রের অন্যতম একটি দিক।
- ৫। সাহসী হওয়া-বীরত্বপূর্ণ হওয়া।
- ৬। দানশীলতা।
- ৭। উদারতা।
- ৮। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।
- ৯। আল্লাহর হারামকৃত সকল বিধি-বিধান ও সকল বস্তু হতে সম্পূর্ণ দূরে থাকা।
- ১০। প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা।
- ১১। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সামর্থ্য অনুপাতে সাহায্য করা। এ ছাড়া আরো ইসলামী চরিত্র যার বৈধতার উপর কুরআন বা সহিহ হাদীছ প্রমাণ করেছে।

বিশুদ্ধ পরিবারের সদস্যদের ইসলামী আদব থাকা আবশ্যিকঃ

- ১। (মুসলিমদের) পরস্পরে সালাম বিনিময় করা।
- ২। হাস্যোজ্জ্বল থাকা।
- ৩। ডান হাতে খাওয়া ও ডান হাতে পান করা।
- ৪। প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিস্মিল্লাহ বলা।
- ৫। (প্রত্যেক কাজ) শেষে আল হামদু লিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে) বলা।
- ৬। হাঁচির পর আল হামদু লিল্লাহ বলা।
- ৭। হাঁচি দাতা হাঁচি দেয়ার পর আল হামদু লিল্লাহ বললে তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন) বলা।
- ৮। রোগীকে দেখতে যাওয়া।
- ৯। মৃত ব্যক্তির জানাযা ও কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করা।
- ১০। মসজিদ বা বাড়িতে প্রবেশ কালে, বের হওয়ার সময় ও সফরের সময় ইসলামী নিয়ম-নীতি মেনে চলা। সেইসাথে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বড় ও ছোটদের সাথে ইসলামী আদবের পাবন্ধ হওয়া।
- ১১। নবশিশুর প্রতি অভিনন্দন জানানো।
- ১২। বিবাহে বরকতের দু'আ করা।
- ১৩। বিপদে সাহায্যদান করা। এ ছাড়া আরও অন্যান্য ইসলামী আদব-কায়দা। যেমন, পোশাক পরিধান করার ক্ষেত্রে, পোশাক খোলার সময় এমনকি জুতা পরিধান করার সময়ও ইসলামী আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা।